‘বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২৬’

Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত

বিল

যেহেতু ইউনানী, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করিতেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে এ চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমতাবস্থায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে;

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXII of 1983) রহিতক্রমে উহার বিধানাবলি বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন **‘বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা আইন, ২০২৬’** নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **‘‘আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা**” অর্থ বৈদিক জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত (সিদ্ধাসহ) প্রাকৃতিক জীবন শৈলিক ও প্রাকৃতিক উপাদান নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও বিজ্ঞানকে বুঝাইবে যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করিয়াছে;

(২) **“আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক”** অর্থ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির একজন চিকিৎসক;

(৩) **‘‘ইউনানী চিকিৎসা”** অর্থ ইউনান বা প্রাচীন গ্রীসে উদ্ভূত এবং পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত দর্শন, কলা ও প্রাকৃতিক উপাদান নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা, পদ্ধতি ও বিজ্ঞানকে বুঝাইবে যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি লাভ করিয়াছে;

(৪) **“ইউনানী চিকিৎসক”** অর্থ এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির একজন চিকিৎসক;

(৫) **‘‘ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ফর্মুলারি (Formulary) ও ফার্মাকোপিয়া (Pharmacopeia)”** অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ঔষধ প্রস্তুত সংক্রান্ত পুস্তক বা নির্দেশিকা, যাহাতে ঔষধের উৎস, প্রস্তুত প্রণালি, যৌগিক গঠন, গুণগত মান এবং অনুরূপ বিষয়াদির বিস্তারিত বর্ণনা থাকে;

(৬) **''ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**" অর্থ কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত বা অনুমোদিত কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মেডিকেল কলেজ;

(৭) **''কাউন্সিল''** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল;

(৮) **''চেয়ারম্যান**" অর্থ কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান;

(৯) **''নির্বাহী কমিটি"** অর্থ ধারা ১০ এর অধীন গঠিত নির্বাহী কমিটি;

(১০) **''প্রবিধান''** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(১১) **''বিধি**" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১২) **''ভাইস-চেয়ারম্যান**" অর্থ কাউন্সিল ও নির্বাহী কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান;

(১৩) **'রেজিস্টার বহি'** অর্থ এই আইনের অধীনে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির চিকিৎসকগণের নিবন্ধনের জন্য সংরক্ষিত নিবন্ধন বহি;

(১৪) "**রেজিস্ট্রার**" অর্থ কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার;

(১৫) **'সদস্য'** অর্থ কাউন্সিলের সদস্য;

(১৬) **'হাসপাতাল'** অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো হাসপাতাল যেখানে ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক কিংবা উভয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে।

(১৭) **''হারবাল**" অর্থ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিসিনে ব্যবহৃত সক্রিয় ভেষজ অথবা এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো বিজ্ঞানসম্মত পণ্য (ড্রাগ, ঔষধ, প্রসাধনী, নির্যাস, কসমেটিক, সম্পূরক খাদ্য, ইত্যাদি) যাহা সরাসরি এক বা একাধিক ভেষজ ঔষধি উদ্ভিদ হইতে প্রস্তুত।

৩। **প্রাধান্য**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন/আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কাউন্সিল, নির্বাহী কমিটি ইত্যাদি

৪। **কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি**।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXII of 1983) এর ক্ষমতাবলে প্রতিষ্ঠিত 'Bangladesh Board of Unani and Ayurvedic Systems of Medicine'-কে রূপান্তর করিয়া, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল' নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) বিলুপ্ত বোর্ডের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে গণ্য হইবে এবং এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাহারা যে শর্তাধীনে চাকরিরত ছিলেন, সেই একই শর্তে কাউন্সিলের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন। বিলুপ্ত বোর্ডের সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি কাউন্সিলের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

DRAFT

(৩) কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার এবং চুক্তি সম্পাদন করিবার ক্ষমতা থাকিবে। কাউন্সিল স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। কাউন্সিলের কার্যালয়।- (১) কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) কাউন্সিল, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার আঞ্চলিক বা শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৬। কাউন্সিলের গঠন।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:

(ক) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান ;
(খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা ;
(গ) অর্থ বিভাগের অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঘ) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;
(ঙ) ডীন, চিকিৎসা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পদাধিকার বলে সদস্য;
(চ) সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডীনগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন ডীন;
(ছ) সরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যক্ষ;
(জ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজসমূহের অধ্যক্ষবৃন্দের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন ইউনানী ও একজন আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ;
(ঝ) নিবন্ধিত ইউনানী চিকিৎসকদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, যিনি সার্বক্ষণিক ইউনানী চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত;
(ঞ) নিবন্ধিত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য, যিনি সার্বক্ষণিক আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পেশায় নিয়োজিত;
(ট) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইউনানী চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দের ভোটে তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ডিপ্লোমা ও স্নাতক পর্যায়ের দুইজন ইউনানী শিক্ষক প্রতিনিধি ;
(ঠ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকবৃন্দের ভোটে তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত ডিপ্লোমা ও স্নাতক পর্যায়ের দুইজন আয়ুর্বেদিক শিক্ষক প্রতিনিধি ;
(ড) কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি একই মেয়াদে একাধিক যোগ্যতায় কাউন্সিলের সদস্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না।

৭। কাউন্সিল ও সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ।-

(১) কাউন্সিলের মেয়াদ হইবে উহার প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে তিন বছর।

(২) কাউন্সিলের সদস্যগণ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাচিত অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, মনোনীত হইবেন।

(৩) কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্য, ইহার আইনের অন্যান্য বিধান ও ইহার অধীনে প্রণীত বিধি সাপেক্ষে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচন অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, মনোনীত না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে মনোনয়নকারী কর্তৃপক্ষ মনোনীত কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে যে কোনো সময় অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কাউন্সিলের কোনো সদস্য পদ সাময়িকভাবে শূন্য হইলে নির্বাচিত সদস্যের ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধ্যমে এবং মনোনীত সদস্যের ক্ষেত্রে মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করিতে হইবে এবং উক্ত রূপে নির্বাচিত বা মনোনীত সদস্য অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবেন।

(৬) কোনো সদস্য চেয়ারম্যান বরাবর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহিত না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৭) যদি কোনো সদস্য-

(ক) কাউন্সিলের মতে উপযুক্ত কারণ ছাড়া পর পর কাউন্সিলের ০৩ (তিন)টি সাধারন সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(খ) ১২ ধারায় উল্লিখিত যে কোনো অযোগ্যতায় পড়েন; তবে, কাউন্সিল তাহার পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিবে।

৮। **কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি।**- কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিষয়ে ডিপ্লোমা ইন ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারি, ডিপ্লোমা ইন আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি, ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারি, ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি এবং ইউনানী ও আয়র্বেদিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধন;

(খ) নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের দেশি-বিদেশি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার অন্যান্য কোর্স ও ডিগ্রির স্বীকৃতি প্রদান;

(গ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার নীতিমালা প্রণয়নসহ আর্থিক অনুদান প্রদান, গবেষণাসমূহের অনুমোদন ও প্রকাশনাসহ এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সেবার নির্ধারিত মাণদন্ড নিশ্চিতকরণ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের নৈতিকতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ ও চিকিৎসকদের আচরণবিধি প্রণয়ন এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তদারকি ও পরিদর্শন;

(ঙ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের আয়োজন ও সনদ বিতরণ;

(চ) অন্য কোনো দেশের ইউনানী, আয়ুর্বেদিক কাউন্সিল অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে সে দেশের ইউনানী, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-শিক্ষা যোগ্যতা বিষয়ে পারস্পরিক ভিত্তিতে স্বীকৃতি প্রদানসহ এতৎসংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও পরিচালনা;

(ছ) স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন প্রদান;

(জ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্স চালু, ডিপ্লোমা ইন ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারি ও ডিপ্লোমা ইন আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি'র সংশ্লিষ্ট

কারিকুলাম অনুযায়ী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ এবং চিকিৎসা শিক্ষা সনদ প্রদান;

(ঝ) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, ফরমুলারি ও ফার্মাকোপিয়া প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ, বই, পত্রিকা, জার্নাল, বুলেটিন, সাময়িকী এবং চিকিৎসা গাইডলাইন, ম্যানুয়েল বা অনুরূপ অন্যান্য দলিল অনুমোদন বা প্রকাশ;

(ঞ) অন্যান্য চিকিৎসা বিজ্ঞান ও মেডিকেল কোর্সের সহিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার সমন্বয় সাধন;

(ট) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপিত ও স্বীকৃত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষক, চিকিৎসক এবং কর্মচারীগণের নিয়োগ, পদোন্নতি ও চাকরি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং এতৎসংক্রান্ত কার্যাবলি তদারকিকরণ;

(ঠ) ইউনানী বা আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল স্থাপন এবং শধুমাত্র শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে ঔষধ উৎপাদন ল্যাব চালুকরনে অনুমোদন প্রদান; এবং

(ড) কাউন্সিলের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ করা।

৯। কাউন্সিলের সভা।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) প্রতি ৩ (তিন) মাসে কাউন্সিলের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে কাউন্সিল যে কোনো সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবে।

(৩) কাউন্সিল উহার প্রথম সভায় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করিবে।

(৪) কাউন্সিলের সভার কোরামের জন্য উহার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) চেয়ারম্যান-এর পদ শূণ্য হইলে বা তাঁহার অসুস্থতা বা অনুপস্থিতিতে সাময়িক সময়ে ভাইস-চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। নির্বাহী কমিটি।- (১) কাউন্সিলের একটি নির্বাহী কমিটি থাকিবে।

(২) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার এবং কাউন্সিল সদস্যগণের মধ্য হইতে ৪ (চার) জন নির্বাচিত সদস্যসহ মোট ৭ (সাত) জন সদস্যের সমন্বয়ে নির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে;

(৩) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও রেজিস্ট্রার পদাধিকারবলে নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব হইবেন;

(৪) কাউন্সিলের পরিচালনা ও প্রশাসন নির্বাহী কমিটির উপর ন্যাস্ত থাকিবে, এবং নির্বাহী কমিটি কাউন্সিল কর্তৃক; এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিবে;

(৫) নির্বাহী কমিটি উহার ক্ষমতা প্রয়োগে ও কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের নিকট দায়ী থাকিবে এবং কাউন্সিল কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

১১। **নির্বাহী কমিটির সভা**।- (১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি ৩ (তিন) মাসে নির্বাহী কমিটির অন্যূন ১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠিত হইবে, তবে জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো সময় সভা আহ্বান করা যাইবে।

(৩) নির্বাহী কমিটির সভার কোরামের জন্য উহার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোনো কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) নির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোটাধিকার থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

১২। **মনোনীত সদস্যগণের অযোগ্যতা ও অপসারণ**।- (১) ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) হইতে (ঙ) এবং দফা (ড) তে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি, কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবার বা সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন বা নাগরিকত্ব না থাকে; অথবা

(খ) নৈতিক স্খলনের জন্য কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া সাজাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অথবা

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন; অথবা

(ঘ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন।

(২) সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা কাউন্সিলের যে কোনো মনোনীত সদস্যকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি –

(ক) এই আইনের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন বা অসমর্থ হন; অথবা

(খ) সরকারের বিবেচনায় তাহার পদের অপব্যবহার করেন।

(৩) কাউন্সিলের কোনো মনোনীত সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান বা অপসারণ করা হইলে সরকার সংশ্লিষ্ট পদে এই আইনের বিধান অনুযায়ী নূতন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **রেজিস্ট্রার**।- (১) কাউন্সিলের একজন রেজিস্ট্রার থাকিবেন এবং তাহার নিয়োগ ও কর্মের শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) রেজিস্ট্রারের অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৪। **কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৫। **অন্যান্য কমিটি গঠন**।- (১) কাউন্সিল এই আইনের অধীন উহার কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোনো দায়িত্ব পালনে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত সীমা ও শর্ত সাপেক্ষে, কাউন্সিলের কোনো সদস্য বা কাউন্সিলের কর্মচারীর সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে, এবং, প্রয়োজনবোধে, উক্ত কমিটিতে অন্য কোনো ব্যক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের নিবন্ধন, ইত্যাদি

১৬। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের নিবন্ধন, ইত্যাদি।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ডিপ্লোমা ইন ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারি, ডিপ্লোমা ইন আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি, ব্যাচেলর অব ইউনানী মেডিসিন এন্ড সার্জারি, ব্যাচেলর অব আয়ুর্বেদিক মেডিসিন এন্ড সার্জারি এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বিষয়ে স্নাতকোত্তর সনদধারী কোনো ব্যক্তির আবেদনক্রমে, কাউন্সিল, তাহাদের নিবন্ধন করত, তাহাদের নাম, এতৎসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিবরণসহ, নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিবে, এবং উক্ত নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ ও হালনাগাদ করিবে।

(২) কোনো স্বীকৃত বিদেশি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় স্নাতকোত্তর, ব্যাচেলর ও ডিপ্লোমা সনদধারী কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসাবে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) বিদেশে নিবন্ধিত কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বাংলাদেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে চাহিলে তাহাকে উক্ত চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বেই নির্ধারিত পদ্ধতিতে কাউন্সিলের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৭। নিবন্ধন স্থগিত, বাতিল, ইত্যাদি।-কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোনো বিধান লঙ্ঘনের কারণে দোষী সাব্যস্ত হইলে, কাউন্সিল প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ব্যক্তির নিবন্ধন স্থগিত বা, ক্ষেত্রমত, বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কাউন্সিল কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে উক্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসককে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

১৮। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের তালিকা প্রকাশ।- (১) কাউন্সিল, প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের নাম, ঠিকানা, নিবন্ধনের তারিখ বা, অনুরূপ অন্যান্য বিষয় নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাহাদের তালিকা হালনাগাদ ও প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত তালিকায় কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকের নাম না থাকিলে তিনি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য কাউন্সিলের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

১৯। নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের সুযোগ-সুবিধা।- নিবন্ধিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকগণের সুযোগ-সুবিধাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। নিবন্ধন বহি, ইত্যাদি সরকারি দলিল।- এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধানের অধীন প্রণীত, প্রকাশিত ও সংরক্ষিত নিবন্ধন বহি বা অনুরূপ দলিলাদি Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর অধীন সরকারি দলিল (public document) বলিয়া গণ্য হইবে।

২১। ভর্তি ও চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা।- এই আইনের অধীন স্বীকৃত বিভিন্ন কোর্স, ডিগ্রি বা অনুশীলনে ভর্তি ও চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতাসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, পরিদর্শন, আপিল, ইত্যাদি

২২। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি।- কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করিবে।

২৩। পরিদর্শন।- কাউন্সিল ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রনয়ন করিবে।

২৪। ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ।- (১) কাউন্সিল প্রতি বৎসর প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বীকৃত বা অনুমোদনপ্রাপ্ত দেশি ও বিদেশি ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের তালিকা প্রকাশ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রকাশিত তালিকায় কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম না থাকিলে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির সুযোগ প্রদান করা যাইবে।

২৫। স্বীকৃতি বা অনুমোদন স্থগিত, প্রত্যাহার, ইত্যাদি।- (১) কাউন্সিল সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া প্রতিবেদন দাখিল করিবার জন্য এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত কমিটি উহার পরিদর্শন প্রতিবেদন রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং রেজিস্ট্রার উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রতিবেদনটি কাউন্সিলের নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইক্রমে, কাউন্সিল সংশ্লিষ্ট ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার স্বীকৃতি বা অনুমোদন নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থগিত বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

২৬। আপিল।- (১) কাউন্সিলের কোনো সিদ্ধান্তের ফলে কোনো ব্যক্তি, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি উক্ত সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার তারিখ হইতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) সরকার, কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
অপরাধ, দন্ড ও বিচার, ইত্যাদি

২৭। প্রচারকার্য, ইত্যাদিতে নিষেধাজ্ঞা।- (১) এই আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো চিকিৎসক কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠান, আপত্তিকর ও ভদ্রোচিত নয় এরূপ কোনো ভাষা, শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া কোনো প্রচারকার্য করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো চিকিৎসক উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। অধিকন্তু , প্রতিষ্ঠান যদি একাধিক মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় তবে প্রত্যেক পরিচালক বা সকল অংশীদারই অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা জরিমানার শাস্তিযোগ্য হইবেন।

২৮। ভূয়া ডিগ্রি, উপাধি, ইত্যাদি ব্যবহার নিষিদ্ধ।- (১) এই আইনের অধীন নিবন্ধনকৃত কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক এমন কোনো নাম, পদবী, বিবরণ বা প্রতীক এমনভাবে ব্যবহার বা প্রকাশ করিবেননা যাহার ফলে তাহার কোনো অতিরিক্ত পেশাগত যোগ্যতা আছে মর্মে কেহ মনে করিতে পারে, যদি না উহা কোনো স্বীকৃত চিকিৎসা শিক্ষা যোগ্যতা হইয়া থাকে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন। এবং উক্ত অপরাধ অব্যাহত থাকিলে, প্রত্যেকবার উহার পুনরাবৃত্তির জন্য বর্ণিত দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডনীয় হইবে।

২৯। ব্যবস্থাপত্রে অননুমোদিত ঔষধ ও পদ্ধতির ব্যবহার লিখিবার দন্ড।- (১) কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ফর্মুলারী, ফার্মাকোপিয়া ও সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত নেই এমন কোনো ঔষধ এবং ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখ করিতে পারিবেন না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩০। নিবন্ধন ব্যতীত চিকিৎসা পেশা পরিচালনা, ঔষধ প্রদান, মজুদ, বিক্রয়, ইত্যাদি।- (১) নিবন্ধন ব্যতীত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক হিসাবে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা প্রদান বা ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালন বা শিক্ষাদান করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হারবাল ফর্মুলারি ও ফার্মাকোপিয়াতে অন্তর্ভুক্ত ঔষধ ব্যতীত অন্য কোনো ঔষধ মজুদ, প্রদর্শন বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩১। অননুমোদিত ডিগ্রি বা সনদ ইস্যু, অনুকরণ, ইত্যাদি নিষিদ্ধ।- (১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন প্রদত্ত ডিগ্রি বা সনদের সদৃশ বা অনুকরণে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করিবার অধিকার প্রদান করিয়া কোনো ডিগ্রি বা সনদ মঞ্জুর বা ইস্যু করিতে পারিবে না।

(২) স্বীকৃতিবিহীন বা অনুমোদনবিহীন কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনো কোর্স পরিচালনা বা সনদ প্রদান করিতে পারিবে না।

(৩) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উপ-ধারা (১) বা (২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক বা স্বত্বাধিকারী, চেয়ারম্যান, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, অংশিদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা এজেন্ট বা প্রতিনিধি বা অন্য যে কোনো নামেই অভিহিত হউক না কেন, অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

৩২। অপরাধের তদন্ত, বিচার, ইত্যাদি।- এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার, আপিল ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৩৩। অপরাধের জামিনযোগ্যতা ও আপোষযোগ্যতা।- ধারা ৩১ এ উল্লিখিত অপরাধ ব্যতীত এই আইনে উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধসমূহ জামিনযোগ্য (bailable) এবং আপোষযোগ্য (compoundable) হইবে।

৩৪। অর্থদন্ড আরোপের ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ ক্ষমতা।- Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) এর section 32 এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই আইনের ধারা ২৭, ২৮, ২৯, ৩০ ও ৩১ এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থদন্ড আরোপ করিতে পারিবেন।

৩৫। মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ।- এই আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর তফসিলভুক্ত করণ সাপেক্ষে বিচার করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
তহবিল, হিসাবরক্ষণ, ইত্যাদি

৩৬। তহবিল।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল তহবিল নামে কাউন্সিলের একটি তহবিল থাকিবে এবং উক্ত তহবিলে নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা:-

(ক) সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত বরাদ্দ বা অনুদান;

(খ) সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত দান;

(গ) এই আইনের অধীন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) কাউন্সিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ঙ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ হইতে প্রাপ্ত মুনাফা; এবং

(চ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ কাউন্সিলের অনুমোদনক্রমে কোনো তফশিলি ব্যাংকে কাউন্সিলের নামে জমা রাখিতে হইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল হইতে অর্থ উত্তোলন ও তহবিল পরিচালনা করা যাইবে।

(৩) কাউন্সিল এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদন এবং রেজিস্ট্রারসহ কাউন্সিলের অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও আনুষঙ্গিক সকল ব্যয় তহবিল হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাহ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।- উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তফশিলি ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সজ্ঞায়িত Schedule Bank কে বুঝাইবে।

৩৭। বাজেট।- কাউন্সিল, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

৩৮। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।- (১) কাউন্সিল যথাযথভাবে উহার হিসাবরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রত্যেক বৎসর কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা রিপোর্ট দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত হিসাব নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (President's Order No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে সংজ্ঞায়িত Chartered Accountant দ্বারা কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল এক বা একাধিক Chartered Accountant নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন নিয়োগকৃত Chartered Accountant এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রাপ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর অধীন হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি অথবা, ক্ষেত্রমত, Chartered Accountant, কাউন্সিলের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান, নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান, রেজিস্ট্রার এবং নির্বাহী কমিটির সদস্যসহ কাউন্সিলের যে কোনো কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৩৯। বার্ষিক প্রতিবেদন।- (১) কাউন্সিল প্রত্যেক অর্থবছর শেষে ৩১ জুলাই এর মধ্যে উক্ত বছরের সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, কাউন্সিলের নিকট হইতে যে কোনো সময় যে কোনো বিবরণী, হিসাব, পরিসংখ্যান এবং কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত তথ্য বা উক্তরূপ যে কোনো বিষয় সম্পর্কিত প্রতিবেদন যাচনা করিতে পারিবে এবং কাউন্সিল উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে বাধ্য থাকিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৪০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪১। প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও তদ্‌ধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪২। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance, 1983 (Ordinance No. XXXII of 1983), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ০১/০৬/১৯৯৬ তারিখের জনস্বাস্থ্য-১/হোমিও-৪/৯৩/৮৫ সংখ্যক স্মারকমূলে জারিকৃত "হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ডিগ্রীপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের অন্তর্বর্তীকালীন নিবন্ধনকরণ নীতিমালা, ১৯৯৬", অতঃপর উক্ত নীতিমালা বলিয়া উল্লিখিত এর "ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক" সংশ্লিষ্ট অংশ এতদ্বারা রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এবং নীতিমালার অধীন-

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা বা প্রদত্ত কোনো নোটিশ এই আইনের অধীন কৃত, গৃহীত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং প্রণীত কোনো বিধি বা প্রবিধান, জারীকৃত কোনো আদেশ, বিজ্ঞপ্তি বা প্রজ্ঞাপন এই আইনের অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের বিধানাবলি বা, ক্ষেত্রমত, তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত ও জারীকৃত বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) নিবন্ধিত, তালিকাভুক্ত বা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত কোনো ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক বা শিক্ষক এই আইনের অধীন নিবন্ধিত, তালিকাভুক্ত বা সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবেন;

(গ) উপধারা ২ এর দফা (গ) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন , ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রথাগত রীতি নীতি অনুসরনে উক্ত Ordinance এর Section-24 এর অধীন পূর্বে নিবন্ধিত একজন ইউনানী চিকিৎসক নিজ নামের পূর্বে শুধুমাত্র "হাকীম" এবং একজন

আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক নিজ নামের পূর্বে শুধুমাত্র "কবিরাজ (বৈদ্য)" উপাধি ধারন করিতে পারিবেন।

(ঘ) কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

৪৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

DRAFT